পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষের বিবরণ দাও। এর গুরুত্ব আলোচনা করো। (উ. বি. ২০০৯)

অথবা

পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের ত্রিশক্তি সংঘর্ষের বিবরণ দাও। এর ফলাফল আলোচনা করো। (উ. বি. ২০১১)

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এমন কোনও শক্তিশালী রাজতন্ত্র গড়ে ওঠেনি। হর্ষবর্ধনের পরবর্তী কালে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী শক্তিগুলির কাছে কনৌজের উপর কর্তৃত্ব

Scanned with CamScanner

বিস্তার করা হয়ে উঠেছিল মর্যাদার প্রতীক। যে শক্তি কনৌজ দখল করতো তার পক্ষে গাঙ্গেয় উপত্যকার উর্বর ভূমিসম্পদ আহরণ করা সহজ হতো। এই সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই অষ্টম শতকে কনৌজের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজ্যগুলি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই তিনটি রাজবংশের মধ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে লড়াই ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হয়েছিল তাকেই ঐতিহাসিকরা ত্রিশক্তির সংঘর্ষ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

গোপালের পুত্র ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। গোপাল ছিলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা আর ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। সিংহাসনে আরোহণের পর একদিকে ধর্মপাল রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সুরক্ষিত করেন, অন্য দিকে তিনি বাংলার রাজ্যসীমার বিস্তার ঘটান। সম্ভবত যে সময় বাংলার পালরাজা ধর্মপাল পশ্চিমদিকে সাম্রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছায় অগ্রসর হতে শুরু করেন, ঠিক সেই একই সময় প্রতিহাররাজ বৎস্যর মধ্য ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে পূর্ব দিকে অগ্রসর হন। কনৌজকে কেন্দ্র করে পাল ও প্রতিহারদের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য ছিল। এই সংঘর্ষে দক্ষিণের রাষ্ট্রকূট শক্তি যোগ করলে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়।

দীর্ঘস্থায়ী ত্রিদলীয় সংগ্রামের ক্রমপরম্পরা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এ কথা বলা যায় যে, পাল রাজা ধর্মপাল এবং প্রতিহাররাজ বৎস্যর মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ হয়েছিল গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চলে। এই যুদ্ধে বৎস্যরাজ নিশ্চিত ভাবে জয়ী হয়েছিলেন। তবে এই যুদ্ধ জয়ের সুফল পুরোপুরি অনুভব করার আগেই বৎস্যরাজ নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে এসে বৎস্যরাজকে পরাস্ত করেন। পরাজিত বৎস্যরাজ রাজপুতানার মরুভূমিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ধ্রুব উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা না করে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান।

ধ্রুবর হাতে প্রতিহাররাজের পরাজয়ের ফলে ধর্মপালের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। রাষ্ট্রকূটদের হাতে পরাজিত হয়ে প্রতিহারদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। প্রতিহারদের ক্ষুণ্ণ মর্যাদা ও হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের আগেই ধর্মপাল পুনরায় দিগ্‌বিজয়ে বের হলেন। উত্তর ভারতে রাষ্ট্রকূট অভিযানের ফলে ধর্মপালের ক্ষতির তুলনায় লাভ হয়েছিল বেশি। প্রতিহার রাজের ক্ষমতা খর্বিত হয়েছিল। কিন্তু ধর্মপালের প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষ হ্রাস পায়নি। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব একদিকে ধর্মপালকে প্রতিহারদের আতঙ্ক থেকে মুক্ত করেছিলেন, অন্যদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত

Scanned with CamScanner

উত্তর ভারতে ধর্মপালের উচ্চাশা পূরণের জন্য বিস্তৃত ক্ষেত্র রেখে গিয়েছিলেন। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিলেন ধর্মপাল। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ধর্মপাল নিজেকে সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে তাকে অনিবার্যভাবে গুর্জর প্রতিহারদের বিরুদ্ধে নতুন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল।

ধর্মপালের উত্তরভারত অভিযানের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণ পালের তাম্রপট্ট থেকে জানা যায় যে ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করেছিলেন। তিনি কনৌজের সিংহাসন থেকে ইন্দ্রায়ুধকে বিতাড়িত করে নিজ মনোনীত ব্যক্তি চক্রযুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসান। ধর্মপাল এ ক্ষেত্রে কৌটিল্য ও মনুর নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাদের মতে দূরবর্তী অঞ্চলে রাজ্য জয়ের পর সেখানে প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত না করে তার পরিবর্তে মনোনীত ব্যক্তির উপর শাসনভার অর্পণ করাই শ্রেয়। খলিমপুর থেকে প্রাপ্ত লিপিতে বলা হয়েছে বিভিন্ন স্থানের নরপতিরা অবনত মস্তকে ধর্মপালের কনৌজ সংক্রান্ত বন্দোবস্ত মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু ধর্মপালের উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। প্রতিহাররাজের পর দ্বিতীয় নাগভট্টের রাজত্বকালে প্রতিহার শক্তির পুনরুত্থান ঘটে। রাষ্ট্রকূট রাজা নাগভট্ট প্রথমে সিন্ধু, বিদৎ, অন্ধ্র ইত্যাদি শক্তির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন এবং হঠাৎ কনৌজ আক্রমণ করে ধর্মপালের প্রতিনিধি চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করেন। এই সাফল্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ এই সময় উত্তর ভারতে অভিযান চালান এবং প্রতিহার শক্তিকে পরাস্ত করেন। দ্বিতীয় নাগভট্টের উত্থানে ভীত হয়ে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ দুজনেই রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এবারেও রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ জয়লাভের পর দক্ষিণ-ভারত ফিরে গেলেই ধর্মপাল তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কনৌজ তথা উত্তর ভারতে নিজের প্রতিপত্তি স্থাপন করেন। তবে আধুনিক গবেষকরা মনে করেন রাষ্ট্রকূটরাজের কাছে বশ্যতা স্বীকার ও প্রতিহার শক্তির কাছে বার বার পরাজিত হবার ফলে তাঁর মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। দ্বিতীয় নাগভট্টের হাতে ধর্মপাল পরাজিত হবার ফলে তার গৌরব অনেকটাই ম্লান হয়েছিল। উত্তরভারতে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সফল অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মপালের খ্যাতি ম্রিয়মান হয়েছিল। ধর্মপাল তৃতীয় গোবিন্দের সাথে যুদ্ধ না করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের অন্তিম লগ্নে এই ঘটনা তাঁর দুর্বলতা স্পষ্ট করে তুলেছিল।

ধর্মপালের মৃত্যুর পর পাল বংশের রাজা হন তাঁর পুত্র দেবপাল। দেবপালের আমলে ত্রিদলীয় সংগ্রামের তীব্রতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয়

Scanned with CamScanner

গোবিন্দের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূট রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষ ব্যক্তিগত ভাবে ছিলেন দুর্বল। দ্বিতীয় নাগভট্টের পরবর্তী প্রতিহার রাজ রামভট্ট ছিলেন একজন শান্তিকামী শাসক। অন্যের রাজ্য আক্রমণের দিকে তাঁর কোনও স্পৃহা ছিল না। পাল রাজা দেবপালও নতুন করে ত্রিদলীয় সংগ্রামকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাননি বরং এ সুযোগ তিনি উত্তর পূর্ব ভারতে রাজ্যবিস্তারে মন দিয়েছিলেন। ক্রমে উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ত্রিদলীয় সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে।

তবে সমসাময়িক সূত্র থেকে জানা যায়, দেবপাল প্রতিহার রাজা ভোজকে পরাজিত করেছিলেন। তা ছাড়া রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গেও যুদ্ধে দেবপাল জয়লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। মুঙ্গের লিপিতে উল্লেখ আছে দেবপাল পাণ্ডুর রাজা শ্রীবল্লভকে পরাজিত করে দক্ষিণ ভারতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকরা এই বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান। তারা মনে করেন, দেবপাল যে দাক্ষিণাত্যে সমরাভিযান চালিয়েছিলেন সে ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। দীর্ঘকাল ধরে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকার ফলে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট তিন শক্তিরই সৈন্য ও অর্থক্ষয় ঘটে। বিপুল পরিমাণে ব্যয় সামলাতে প্রজাদের উপর করের বোঝা বাড়াতে বাধ্য হয় রাজারা। এ ছাড়া তিন শক্তির দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে পরবর্তী কালে সামন্ত রাজরা স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছায় আগ্রহী হয়ে পড়ে। তিন শক্তির মধ্যে কেউ দীর্ঘ সময়ের জন্য কনৌজ তথা উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়নি।

Scanned with CamScanner